

## পঞ্চাষষ্টিতম অধ্যায়

### শ্রীবলরামের বৃন্দাবন পরিদর্শন

শ্রীবলরাম কিভাবে গোকুলে গিয়ে গোপীদের সঙ্গে উপভোগ করলেন এবং যমুনা নদীকে আকর্ষণ করে আনলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

একদিন শ্রীবলরাম তাঁর আত্মীয়-স্বজন এবং সুহৃদবর্গের সাথে সাক্ষাতের জন্য গোকুলে গিয়েছিলেন। তিনি যখন সেখানে উপস্থিত হলেন, তখন যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, সেই জ্যেষ্ঠা গোপীগণ ও শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা, নন্দ ও যশোদা, তাঁকে আলিঙ্গন করলেন ও আশীর্বাদ জানালেন। শ্রীবলরাম তাঁর শ্রদ্ধেয় প্রত্যেক জ্যেষ্ঠজনকে তাঁদের বয়স, সখ্যতা ও পারিবারিক সম্পর্ক অনুসারে যথাযথ শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন। গোকুলের অধিবাসীরা এবং শ্রীবলরাম পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসার পর, শ্রীভগবান তাঁর যাত্রায় বিরাম দিলেন।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই যুবতী গোপীরা শ্রীবলরামের কাছে এলেন এবং তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে কুশল প্রশ্নাদি করলেন। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, “কৃষ্ণ কি এখনও তাঁর পিতা-মাতা ও সখাদের স্মরণ করেন এবং তিনি কি তাঁদের দর্শন করার জন্য গোকুলে আসবেন? কৃষ্ণের জন্য আমরা সমস্ত কিছু ত্যাগ করেছিলাম—এমন কি আমাদের পিতা, মাতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকেও—কিন্তু এখন তিনি আমাদের পরিত্যাগ করেছেন। তাঁর মধুর হাস্যময় মুখপদ্ম দর্শন করে এবং এইভাবে মদনদেবের তাড়নায় অভিভূত হয়ে, আমরা কিভাবে আর কৃষ্ণের কথায় বিশ্বাস রাখতে পারি? তবুও কৃষ্ণ যদি আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁর দিন অতিবাহিত করতে পারেন, তা হলে আমরাও বা কেন তাঁর বিরহ সহ্য করতে পারব না? তাই তাঁকে নিয়ে আর কথা বলার কোন প্রয়োজন নেই।” এইভাবে, গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের মনোহর বাক্য, সুরম্য দৃষ্টিপাত, গমনভঙ্গি ও প্রেমালিঙ্গন স্মরণ করলেন এবং তার ফলে তাঁরা ক্রন্দন করতে শুরু করলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের উদ্দেশ্যে যে চিত্তাকর্ষক বার্তা প্রদান করেছেন, এই কথা জানিয়ে শ্রীবলরাম তাঁদের আশ্বস্ত করলেন।

যমুনা তীরের কুঞ্জ বনগুলিতে গোপীদের সঙ্গে ক্রীড়া করে শ্রীবলরাম দু’মাস গোকুলে অতিবাহিত করেছিলেন। দেবতারা এই সকল লীলা প্রত্যক্ষ করে স্বর্গ থেকে দুন্দুভি ধ্বনি ও পুষ্পবর্ষণ করলেন এবং স্বর্গের ঋষিরা শ্রীবলরামের মহিমা কীর্তন করলেন।

একদিন বলরাম কিছু পরিমাণ বারুণী পানীয় পান করে মত্ত হয়ে উঠলেন এবং গোপীদের সঙ্গে বনে বিহার করতে লাগলেন। তিনি যমুনাকে আহ্বান করলেন, “কাছে এসো যাতে আমি এবং গোপীরা তোমার জলে ক্রীড়া করে আনন্দ উপভোগ করতে পারি।” কিন্তু যমুনা তাঁর নির্দেশ অগ্রাহ্য করলেন। শ্রীবলরাম তখন তাঁর লাঙ্গলের অগ্রভাগ দিয়ে যমুনাকে শতধা বিভক্ত করে আকর্ষণ করতে শুরু করলেন। ভয়ে কম্পিত হয়ে দেবী যমুনা আবির্ভূত হয়ে ভগবান বলরামের চরণে পতিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। শ্রীভগবান তাঁকে মুক্তি দান করলেন এবং তার পরে তাঁর সখীদের নিয়ে কিছুক্ষণ ক্রীড়া করার জন্য যমুনার জলে নামলেন। তাঁরা যখন জল থেকে উঠলেন, তখন কান্তিদেবী ভগবান বলরামকে সুন্দর অলঙ্কার, বসন ও মাল্য উপহার নিবেদন করলেন। ভগবান শ্রীবলরামের লাঙ্গলের দ্বারা বহু ধারায় বিচ্ছিন্ন এবং অবদমিত হওয়ার চিহ্ন স্বরূপ আজও যমুনা নদী বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছেন।

শ্রীবলরাম যখন ক্রীড়া করছিলেন, তখন তাঁর মন গোপীদের লীলায় বিমুগ্ধ হয়েছিল। এইভাবে বহু রাত্রি তিনি তাঁদের সঙ্গে যাপন করলেও তাঁর কাছে তা একটি মাত্র রাত্রির মতো মনে হয়েছিল।

### শ্লোক ১

#### শ্রীশুক উবাচ

বলভদ্রঃ কুরুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ রথমাস্থিতঃ ।

সুহৃদিদৃক্ষুরুৎকণ্ঠঃ প্রযযৌ নন্দগোকুলম্ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; বলভদ্রঃ—শ্রীবলরাম; কুরু-শ্রেষ্ঠ—হে কুরুশ্রেষ্ঠ (রাজা পরীক্ষিৎ); ভগবান্—ভগবান; রথম্—তাঁর রথে; আস্থিতঃ—আরোহণ করে; সুহৃৎ—তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবর্গ; দিদৃক্ষুঃ—দর্শন করার ইচ্ছায়; উৎকণ্ঠঃ—আগ্রহী হয়ে; প্রযযৌ—গমন করলেন; নন্দ-গোকুলম্—নন্দ মহারাজের গোপ গ্রামে।

#### অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে কুরুশ্রেষ্ঠ, একবার শ্রীবলরাম তাঁর সুহৃদবর্গের সঙ্গে সাক্ষাতে আগ্রহী হয়ে, তাঁর রথে আরোহণ করে নন্দ গোকুলে গমন করলেন।

#### তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী বর্ণনা করছেন যে, ভগবান শ্রীবলরামের শ্রীবৃন্দাবন যাত্রাও হরি-বংশে (বিষ্ণু পর্ব ৪৬/১০) বর্ণনা করা হয়েছে—

কশ্যচিদ্ অথ কালস্য স্মৃত্বা গোপেষু সৌহৃদম্ ।

জগামৈকো ব্রজং রামঃ কৃষ্ণস্যনুমতে স্থিতঃ ॥

“গোপগণের সঙ্গে একদা তিনি যে গভীর সখ্যতা উপভোগ করেছেন, তা স্মরণ করে, শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদন গ্রহণ করে, শ্রীবলরাম একাকী ব্রজে গমন করলেন।” শ্রীকৃষ্ণ অন্যত্র বসবাসের জন্য চলে যাওয়ার ফলে বৃন্দাবনের সরল প্রাণ অধিবাসীরা মর্মান্বিত হয়েই ছিলেন, তাই শ্রীবলরাম তাঁদের সান্ত্বনা প্রদানের জন্য সেখানে গিয়েছিলেন।

শুদ্ধপ্রেম-মহাসাগর শ্রীকৃষ্ণও কেন ব্রজে গমন করেননি, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করছেন। আচার্যদেব তাঁর ব্যাখ্যায় নিম্নোক্ত দুটি শ্লোকের উল্লেখ করছেন—

প্রেয়সীঃ প্রেমবিখ্যাতাঃ পিতরাবতিবৎসলৌ ।

প্রেমবশ্যশ্চকৃষ্ণস্তাংস্ত্যক্তা নঃ কথমেয্যতি ॥

ইতি মত্বেব যদবঃ প্রত্যবধ্বন্ হরের্গতৌ ।

ব্রজপ্রেমপ্রবর্ধিস্বলীলাধীনত্বমীযুষঃ ॥

“যদুরা মনে করেছিলেন, “শ্রীভগবানের প্রীতিভাজন সখীরা তাঁদের শুদ্ধ, উন্নত প্রেমের জন্য প্রসিদ্ধ এবং তাঁর পিতা-মাতা তাঁর প্রতি অতীব স্নেহপরায়ণ। শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধ প্রেমের অধীন হন, তাই তিনি যদি তাঁদের দর্শনে যান, তা হলে কিভাবে তিনি তাঁদের ত্যাগ করে আবার আমাদের কাছে ফিরে আসতে পারবেন?” এই চিন্তা মনে রেখে, যদুবর্গ শ্রীহরিকে যেতে বাধা দিলেন, কারণ তাঁরা জানতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ লীলার অধীন হয়ে থাকেন, তাই তার মধ্যেই তিনি ব্রজবাসীদের সঙ্গে নিত্য বিকশিতমান প্রেমের লীলায় অংশগ্রহণ করে থাকেন।

## শ্লোক ২

পরিষুক্তশ্চিরোৎকর্ঠৈর্গোপৈর্গোপীভিরেব চ ।

রামোহভিবাদ্য পিতরাবাসীর্ভিরভিনন্দিতঃ ॥ ২ ॥

পরিষুক্তঃ—আলিঙ্গন করলেন; চির—দীর্ঘ সময়ের জন্য; উৎকর্ঠৈঃ—উদ্বিগ্ন; গোপৈঃ—গোপগণের দ্বারা; গোপীভিঃ—গোপীগণের দ্বারা; এব—বস্তুত; চ—ও; রামঃ—শ্রীবলরাম; অভিবাদ্য—শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন; পিতরৌ—তাঁর পিতা-মাতাকে (নন্দ ও যশোদা); আশীর্ভিঃ—আশীর্বচন দ্বারা; অভিনন্দিতঃ—আনন্দের সঙ্গে অভিনন্দিত করলেন।

অনুবাদ

দীর্ঘ বিচ্ছেদের উদ্ভিগ্নতার পরে গোপগণ এবং তাঁদের পত্নীরা শ্রীবলরামকে আলিঙ্গন করলেন। অতঃপর শ্রীভগবান তাঁর পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন এবং তাঁরা আনন্দিত হয়ে আশীর্বচন দ্বারা অভিনন্দিত করলেন।

তাৎপর্য

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নোক্ত শ্লোকটি উপস্থাপন করছেন—

নিত্যানন্দস্বরূপোহপি প্রেমতপ্তো ব্রজৌকসাম্ ।

যযৌ কৃষ্ণমপিত্যক্তা যন্তুং রামং মুহুস্তমঃ ॥

“আমরা বারম্বার শ্রীবলরামের বন্দনা করি। যদিও তিনি নিত্যানন্দ, নিত্য আনন্দের আদি পুরুষ, তবু তিনি ব্রজবাসীদের জন্য তাঁর প্রেমের মাধ্যমে ব্যথা অনুভব করেন এবং তাই তিনি, শ্রীকৃষ্ণকে ছেড়ে যাওয়ার ব্যথা নিয়েই ব্রজবাসীদের দর্শন করার জন্য চলে গেলেন।

শ্লোক ৩

চিরং নঃ পাহি দাশাহঁ সানুজো জগদীশ্বরঃ ।

ইত্যারোপ্যাক্ষমালিঙ্গ্য নেত্রৈঃ সিষিচতুর্জলৈঃ ॥ ৩ ॥

চিরম্—দীর্ঘ সময়ের জন্য; নঃ—আমরা; পাহি—দয়া করে রক্ষা কর; দাশাহঁ—হে দশাহঁ বংশজ; স—একত্রে; অনুজঃ—আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা; জগৎ—জগতের; ঈশ্বরঃ—ঈশ্বর; ইতি—এইভাবে বলে; আরোপ্য—তুলে নিয়ে; অক্ষম্—তাঁদের কোলে; আলিঙ্গ্য—আলিঙ্গন করে; নেত্রৈঃ—তাঁদের নেত্র হতে; সিষিচতুঃ—তাঁরা অভিষিক্ত করলেন; জলৈঃ—জল দ্বারা।

অনুবাদ

[নন্দ ও যশোদা প্রার্থনা করলেন,] “হে দশাহঁ বংশজ, হে জগদীশ্বর, তুমি এবং তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণ যেন চিরকাল আমাদের রক্ষা করো।” এই বলে, তাঁরা শ্রীবলরামকে তাঁদের কোলে তুলে নিলেন, তাঁকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁদের চোখের জলে তাঁকে অভিষিক্ত করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী এই শ্লোকের নিম্নোক্ত ভাষ্য প্রদান করেছেন,—“নন্দ এবং যশোদা শ্রীবলরামের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, ‘তুমি, তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে

একত্রে আমাদের রক্ষা করো'। তিনি যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সেই সত্যের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা এইভাবে তাঁরা প্রকাশ করলেন এবং তাঁদের আপন পুত্র রূপে তাঁকে তাঁরা কতখানি মনোযোগের সঙ্গে চিন্তা করেন, তাও তাঁরা প্রদর্শন করলেন।”

### শ্লোক ৪-৬

গোপবৃদ্ধাংশ্চ বিধিবদ্যবিষ্ঠৈরভিবন্দিতঃ ।

যথাবয়ো যথাসখ্যং যথাসম্বন্ধমাত্মনঃ ॥ ৪ ॥

সমুপেত্যাথ গোপালান্ হাস্যহস্তগ্রহাদিভিঃ ।

বিশ্রান্তং সুখমাসীনং পপ্রচ্ছুঃ পর্যুপাগতাঃ ॥ ৫ ॥

পৃষ্ঠাশ্চানাময়ং শ্বেষু প্রেমগদগদয়া গিরা ।

কৃষ্ণে কমলপত্রাক্ষে সংন্যস্তাখিলরাধসঃ ॥ ৬ ॥

গোপ—গোপগণের; বৃদ্ধান্—বৃদ্ধ; চ—এবং; বিধি-বৎ—বৈদিক বিধি অনুসারে; যবিষ্ঠৈঃ—কনিষ্ঠদের দ্বারা; অভিবন্দিতঃ—শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিনন্দিত; যথা-বয়ঃ—বয়স অনুসারে; যথা-সখ্যম্—সখ্যতা অনুসারে; যথা-সম্বন্ধম্—পারিবারিক সম্পর্ক অনুসারে; আত্মনঃ—নিজে; সমুপেত্য—মিলিত হয়ে; অথ—অতঃপর; গোপালান্—গোপগণ; হাস্য—হাস্যের সঙ্গে; হস্ত-গ্রহ—তাঁদের হাত ধরে; আদিভিঃ—ইত্যাদি; বিশ্রান্তম্—বিশ্রাম গ্রহণ করলেন; সুখম্—সুখে; আসীনম্—উপবেশন করে; পপ্রচ্ছুঃ—তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন; পর্যুপাগতাঃ—সকল দিকে সমবেত হয়ে; পৃষ্ঠাঃ—প্রশ্ন করলেন; চ—এবং; অনাময়ম্—স্বাস্থ্য বিষয়ে; শ্বেষু—তাঁদের প্রিয় সখার বিষয়ে; প্রেম—প্রেমবশতঃ; গদগদয়া—কম্পমান; গিরা—কণ্ঠে; কৃষ্ণে—শ্রীকৃষ্ণের জন্য; কমল—পদ্মের; পত্র—পাপড়ির মতো; অক্ষৈ—যাঁর দুই চোখ; সংন্যস্ত—অর্পিত; অখিল—সকল; রাধসঃ—জাগতিক অধিকার।

### অনুবাদ

শ্রীবলরাম অতঃপর বৃদ্ধ গোপগণকে যথাযথ শ্রদ্ধা জানালেন এবং সকল কনিষ্ঠজনেরা তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিনন্দিত করল। তিনি তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে বয়স, সখ্যতার স্তর ও পারিবারিক সম্পর্ক অনুসারে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করে শ্মিত হাস্য, করমর্দন ইত্যাদির দ্বারা তাঁদের সকলের সঙ্গে মিলিত হলেন। তারপর, বিশ্রাম গ্রহণের পর, শ্রীভগবান একটি আরামদায়ক আসন গ্রহণ করলেন এবং তাঁরা সকলে তাঁর চতুর্দিকে সমবেত হলেন। তাঁর জন্য প্রেমাপ্নুত কম্পিত কণ্ঠে, সেই সকল গোপগণ, যাঁরা তাঁদের সর্বস্ব কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ

করেছেন, তাঁরা [দ্বারকায়] তাঁদের প্রিয়জনের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন এবং তার পরিবর্তে শ্রীবলরামও গোপবৃন্দের সঙ্গে কুশল বিনিময় করলেন।

### শ্লোক ৭

কচ্চিনো বান্ধবা রাম সর্বে কুশলমাসতে ।

কচ্চিৎ স্মরথ নো রাম যুয়ং দারসুতান্বিতাঃ ॥ ৭ ॥

কচ্চিৎ—কি; নঃ—আমাদের; বান্ধবাঃ—আত্মীয়-স্বজন; রাম—হে বলরাম; সর্বে—সকলে; কুশলম্—কুশল; অসতে—আছেন; কচ্চিৎ—কি; স্মরথ—স্মরণ করেন; নঃ—আমাদের; রাম—হে রাম; যুয়ম্—তোমরা সকলে; দার—পত্নী সহ; সুত—এবং পুত্র; অন্বিতাঃ—একত্রে।

### অনুবাদ

[গোপগণ বললেন—] হে রাম, আমাদের সকল আত্মীয়-স্বজন কুশলে আছেন তো? এবং রাম, তোমরা সকলে তোমাদের স্ত্রী ও পুত্রসহ এখনও কি আমাদের স্মরণ কর?

### শ্লোক ৮

দিষ্ট্যা কংসো হতঃ পাপো দিষ্ট্যা মুক্তাঃ সুহৃজনাঃ ।

নিহত্য নির্জিত্য রিপূন্ দিষ্ট্যা দুর্গং সমাশ্রিতাঃ ॥ ৮ ॥

দিষ্ট্যা—সৌভাগ্যক্রমে; কংসঃ—কংস; হতঃ—হত হয়েছে; পাপঃ—পাপ; দিষ্ট্যা—সৌভাগ্যক্রমে; মুক্তাঃ—মুক্ত; সুহৃৎ-জনাঃ—প্রিয় আত্মীয়-স্বজন; নিহত্য—নিহত করে; নির্জিত্য—জয় করে; রিপূন্—শত্রুদের; দিষ্ট্যা—সৌভাগ্যক্রমে; দুর্গম্—দুর্গ; সমাশ্রিতাঃ—আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

### অনুবাদ

এটি আমাদের মহাসৌভাগ্য যে পাপী কংস নিহত হয়েছে এবং আমাদের প্রিয় আত্মীয়-স্বজন মুক্ত হয়েছে। এবং আমাদের আরও সৌভাগ্য যে, আমাদের আত্মীয়-স্বজন তাঁদের শত্রুদের নিহত ও পরাজিত করেছেন এবং এক মহা দুর্গে সম্পূর্ণ সুরক্ষা লাভ করেছেন।

### শ্লোক ৯

গোপ্যো হসন্তঃ পপ্রচ্ছু রামসন্দর্শনাদৃতাঃ ।

কচ্চিদাস্তে সুখং কৃষ্ণঃ পুরন্দ্রীজনবল্লভঃ ॥ ৯ ॥

গোপ্যঃ—গোপীগণ; হসন্তঃ—হাস্য সহকারে; পপ্রচ্ছুঃ—জিজ্ঞাসা করলেন; রাম—শ্রীবলরামের; সন্দর্শন—নিজ দর্শন দ্বারা; আদৃতাঃ—সম্মানিতা; কচ্চিৎ—কি;

আন্তে—বাস করছেন; সুখম্—সুখে; কৃষ্ণঃ—শ্রীকৃষ্ণ; পুর—নগরীর; স্ত্রী-জন—স্ত্রীগণের; বল্লভঃ—প্রিয়তম।

অনুবাদ

[ শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—] শ্রীবলরামের সাক্ষাৎ দর্শনে সম্মানিতা বোধ করে গোপীরা হাসলেন এবং তাঁকে প্রশ্ন করলেন, “পুর-স্ত্রীজনের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ সুখে আছেন তো?”

তাৎপর্য

আচার্যবর্গের মতানুসারে, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা সখীগণ দিব্য উন্মাদনায় হাসছিলেন, কারণ তাঁদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের বিরহে তাঁরা অত্যন্ত অসুখী বোধ করছিলেন। শ্রীরাম তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণের জন্য তাঁদের পরম প্রেমকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন এবং তাই রামসন্দর্শনাদৃতাঃ শব্দটি এই অর্থ বহন করছে যে, বলরাম গোপীদের সমাদর করেছিলেন এবং একই সঙ্গে বোঝাচ্ছে যে, তাঁরাও তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি পান করেছিলেন।

শ্লোক ১০

কচ্চিৎ স্মরতি বা বন্ধুন্ পিতরং মাতরং চ সঃ ।

অপ্যসৌ মাতরং দ্রষ্টুং সকৃদপ্যাগমিষ্যতি ।

অপি বা স্মরতেহস্মাকমনুসেবাং মহাভুজঃ ॥ ১০ ॥

কচ্চিৎ—কি; স্মরতি—স্মরণ করেন; বা—বা; বন্ধুন্—তাঁর পরিবারের সদস্যবর্গ; পিতরম্—তাঁর পিতা; মাতরম্—তাঁর মাতা; চ—এবং; সঃ—তিনি; অপি—ও; অসৌ—তার নিজের; মাতরম্—তার মাতা; দ্রষ্টুং—দেখতে; সকৃৎ—একবার; অপি—এমন কি; আগমিষ্যতি—আগমন করবেন; অপি—বস্তুত; বা—বা; স্মরতে—তিনি স্মরণ করেন; অস্মাকম্—আমাদের; অনুসেবাম্—নিরন্তর সেবা; মহা—মহা; ভুজঃ—যাঁর দুই বাহু।

অনুবাদ

“তিনি কি তাঁর পরিবারের সদস্যদের স্মরণ করেন, বিশেষত তাঁর পিতা ও মাতাকে? আপনি কি মনে করেন যে, তিনি কখনও তাঁর মাতাকে একবারের জন্যও দর্শন করতে আসবেন? এবং মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ কি তাঁর জন্য আমাদের নিরন্তর সেবার কথা স্মরণ করেন?”

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করছেন যে, ফুলের মালা গোঁথে, নিপুণতার সঙ্গে সুগন্ধি ব্যবহার করে, এবং ফুলের পাপড়ি দিয়ে চন্দ্রাতপ, শয্যা ও পাখা

প্রস্তুত করে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতেন। প্রেমের এই সকল সরল আচরণ দ্বারা, গোপীরা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি সর্বোত্তম সেবা নিবেদন করতেন।

### শ্লোক ১১-১২

মাতরং পিতরং ভ্রাতৃন্ পতীন্ পুত্রান্ স্বসৃনপি ।

যদর্থং জহিম দাশার্হ দুষ্ট্যজান্ স্বজনান্ প্রভো ॥ ১১ ॥

তা নঃ সদ্যঃ পরিত্যজ্য গতঃ সঙ্ক্লিন্নসৌহৃদঃ ।

কথং নু তাদৃশঃ স্ত্রীভির্ন শ্রদ্ধীয়েত ভাষিতম্ ॥ ১২ ॥

মাতরম্—মাতা; পিতরম্—পিতা; ভ্রাতৃন্—ভ্রাতা; পতীন্—পতি; পুত্রান্—পুত্র; স্বসৃন্—ভগিনী; অপি—ও; যৎ—যার; অর্থং—জন্য; জহিম্—আমরা ত্যাগ করেছি; দাশার্হ—হে দাশার্হ বংশজ; দুষ্ট্যজান্—দুষ্ট্যজ; স্বজনান্—আপনজনকে; প্রভো—হে প্রভু; তাঃ—এই নারীরা; নঃ—আমাদের; সদ্যঃ—সহসা; পরিত্যজ্য—পরিত্যাগ করে; গতঃ—গেলেন; সঙ্ক্লিন্ন—ছিন্ন করে; সৌহৃদঃ—সখ্যতা; কথম্—কিভাবে; নু—বস্তুত; তাদৃশম্—তাদৃশ; স্ত্রীভিঃ—স্ত্রীদের দ্বারা; ন শ্রদ্ধীয়েত—বিশ্বাস করবে না; ভাষিতম্—কথিত বাক্যে।

### অনুবাদ

“শ্রীকৃষ্ণের জন্য, হে দাশার্হ বংশজ, আমরা আমাদের মাতা, পিতা, ভ্রাতা, পতি, পুত্র এবং ভগিনীদের পরিত্যাগ করেছি, যদিও এই সকল পারিবারিক সম্পর্ক ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু এখন, হে প্রভু, সেই কৃষ্ণ সহসা আমাদের ত্যাগ করে, আমাদের সঙ্গে সকল প্রীতির বন্ধন ছিন্ন করে চলে গেছেন। তবুও কোনও নারী কেমন করে তাঁর প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করতে না পারে?

### শ্লোক ১৩

কথং নু গৃহস্থানবস্থিতানো

বচঃ কৃতঘ্নস্য বুধাঃ পুরস্ত্রিয়ঃ ।

গৃহুন্তি বৈ চিত্রকথস্য সুন্দর-

শ্মিতাবলোকোচ্ছসিতস্মরাতুরাঃ ॥ ১৩ ॥

কথম্—কিভাবে; নু—বস্তুত; গৃহুন্তি—তারা গ্রহণ করবে; অনবস্থিত—অস্থির; আত্মনঃ—চিত্ত; বচঃ—বাক্যগুলি; কৃতঘ্নস্য—অকৃতজ্ঞ; বুধাঃ—বুদ্ধিমান; পুর—নগরীর; স্ত্রিয়ঃ—নারীরা; গৃহুন্তি—তারা গ্রহণ করে; বৈ—বস্তুত; চিত্র—বিচিত্র;

কথস্য—কথায়; সুন্দর—সুন্দর; স্মিত—হাস্য; অবলোক—দৃষ্টিপাত দ্বারা; উচ্ছসিত—উচ্ছসিত; স্মর—কামনা দ্বারা; আতুরাঃ—ক্ষোভিত।

অনুবাদ

“কিভাবে বুদ্ধিমান পুর-রমণীরা একজন অস্থিরচিত্ত ও অকৃতজ্ঞের কথায় বিশ্বাস করতে পারে? তারা অবশ্যই তাঁকে বিশ্বাস করবে, কারণ তিনি এত বিচিত্রভাবে কথা বলেন এবং তাঁর সুন্দর সহাস্য দৃষ্টিপাতে তাঁদের কামনা জাগরিত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, কয়েকজন গোপী এই শ্লোকের প্রথম দুই পংক্তি বলেছেন এবং অন্যেরা পরের দুই পংক্তিতে উত্তর প্রদান করেছেন।

শ্লোক ১৪

কিং নন্তৎকথয়া গোপ্যঃ কথাঃ কথয়তাপরাঃ ।

যাত্যস্মাভির্বিনা কালো যদি তস্য তথৈব নঃ ॥ ১৪ ॥

কিম্—কি (কাজ); নঃ—আমাদের জন্য; তৎ—তাঁর সম্বন্ধে; কথয়া—আলোচনায়; গোপ্যঃ—হে গোপীগণ; কথাঃ—বিষয়; কথয়ত—বর্ণনা কর; অপরাঃ—অন্য; যাতি—অতিবাহিত হয়; অস্মাভিঃ—আমাদেরও; বিনা—ব্যতীত; কালঃ—সময়; যদি—যদি; তস্য—তাঁর; তথা এব—সেইভাবে; নঃ—আমাদের।

অনুবাদ

“হে গোপীগণ, কেন তাঁর সম্বন্ধে কথা বলে বিরক্ত করছ? দয়া করে অন্য কোন কথা বল। তিনি যদি আমাদের ছাড়াই তাঁর সময় কাটাতে চান, তা হলে আমরাও একইভাবে [তাঁকে ছাড়াই] আমাদের দিন কাটাতে পারব।”

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করছেন যে, গোপীরা এখানে সুক্ষ্মভাবে ইঙ্গিত করছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের ছাড়া সুখে তাঁর সময় অতিবাহিত করছেন, অথচ তাঁরা তাঁদের ঈশ্বরকে ছাড়া অত্যন্ত দুঃখী। এই হচ্ছে তাঁর ও তাঁদের মধ্যে পার্থক্য। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর নিম্নোক্ত ভাষ্য যোগ করছেন—

“নিজেদের অন্য নারীদের চেয়ে ভিন্ন মনে করে, গোপীরা এইভাবে ভাবলেন—‘যদি অন্য রমণীরা তাদের প্রেমিকের সঙ্গে একত্রে থাকে, তারা জীবন ধারণ করে, এবং যদি তারা বিচ্ছিন্ন হয়, তাদের মৃত্যু হয়। কিন্তু আমরা মরিও নি, বাঁচিও নি। এই হচ্ছে ভাগ্য, যা অদৃষ্ট আমাদের কপালে লিখেছেন। কোন প্রতিকার আমরা পেতে পারি?’”

## শ্লোক ১৫

ইতি প্রহসিতং শৌরেজ্জ্লিতং চারুবীক্ষিতম্ ।

গতিং প্রেমপরিষুঙ্গং স্মরন্ত্যো রুরদুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥

ইতি—এইভাবে বলে; প্রহসিতম্—হাস্য; শৌরেঃ—শ্রীকৃষ্ণের; জ্লিতম্—মনোহর কথোপকথন; চারু—আকর্ষণীয়; বীক্ষিতম্—দৃষ্টিপাত করে; গতিম্—পদচারণা; প্রেম—প্রেম; পরিষুঙ্গম্—আলিঙ্গন; স্মরণত্যাঃ—স্মরণ করে; রুরদুঃ—দ্রন্দন করলেন; স্ত্রিয়ঃ—রমণীরা।

## অনুবাদ

এই সকল কথা বলতে বলতে গোপীরা ভগবান শৌরির হাস্য, তাঁদের সঙ্গে তাঁর মধুর কথোপকথন, তাঁর আকর্ষণীয় দৃষ্টিপাত, তাঁর বিচরণভঙ্গী এবং তাঁর প্রেমালিঙ্গন স্মরণ করছিলেন। এইভাবে তাঁরা রোদন করতে শুরু করলেন।

## তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এইভাবে ভাষ্য প্রদান করছেন—“গোপীরা ভেবেছিলেন ‘কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর অমৃতময় হাস্যের তীক্ষ্ণতা দিয়ে আমাদের হৃদয় বিদ্ধ করার পর, চলে গেলেন। তা হলে তিনি যখন পুর-রমণীদের সঙ্গে সেই একই আচরণ করবেন, তখন কেন তাদের মৃত্যু হবে না?’ এই ধরনের চিন্তা ভাবনায় বিহ্বল গোপীরা শ্রীবলদেবের উপস্থিতিতেই রোদন করতে শুরু করলেন।”

## শ্লোক ১৬

সঙ্কর্ষণস্তাঃ কৃষ্ণস্য সন্দৈর্হৃদয়ঙ্গমৈঃ ।

সান্ত্বয়ানামাস ভগবান্ নানানুনয়কোবিদঃ ॥ ১৬ ॥

সঙ্কর্ষণঃ—শ্রীবলরাম, পরম আকর্ষক; তাঃ—তাঁদের; কৃষ্ণস্য—শ্রীকৃষ্ণের; সন্দৈঃ—গোপন বার্তার দ্বারা; হৃদয়ম্—হৃদয়; গমৈঃ—স্পর্শকারী; সান্ত্বয়াম্ আস—সান্ত্বনা প্রদান করলেন; ভগবান্—ভগবান; নানা—বিভিন্ন ধরনের; অনুনয়—অনুনয়ে; কোবিদঃ—দক্ষ।

## অনুবাদ

বিভিন্ন ধরনের অনুনয়ে দক্ষ, সকল জীবের আকর্ষক ভগবান শ্রীবলরাম, তাঁর সঙ্গে পাঠানো শ্রীকৃষ্ণের গোপন বার্তা গোপীদের কাছে বর্ণনা করে তাঁদের সান্ত্বনা দিলেন। এই সমস্ত বার্তা গভীরভাবে গোপীদের হৃদয় স্পর্শ করল।

## তাৎপর্য

শ্রীবিষ্ণু পুরাণ (৫/২৪/২০) থেকে শ্রীল জীব গোস্বামী নিম্নোক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন, যা শ্রীবলরাম দ্বারা গোপীদের জন্য নিয়ে আসা শ্রীকৃষ্ণের গোপন বার্তাটি বর্ণনা করছে—

সন্দৈশৈঃ সাম-মধুরৈঃ প্রেম-গঠৈরগর্বিতৈঃ ।

রামেণাস্বাসিতা গোপ্যঃ কৃষ্ণস্য্যতি-মনোহরৈঃ ॥

“শ্রীকৃষ্ণের পরম মধুর বার্তাগুলি গোপীদের দিয়ে শ্রীবলরাম তাঁদের সাস্তুনা প্রদান করেছিলেন, যা ছিল মধুর শুভেচ্ছার প্রকাশ, যা ছিল গোপীদের জন্য শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ প্রেমে উদ্ভূত এবং বিন্দুমাত্র দর্পহীন।” শ্রীল জীব গোস্বামী আরও বলছেন যে, সঙ্কর্ষণ নামটির ব্যবহার এখানে ইঙ্গিত করছে যে, বলরাম তাঁর মনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে আবির্ভূত হওয়ার জন্য আকর্ষণ করেছিলেন এবং এইভাবে তিনি গোপীদের শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করালেন। তাই বলরাম শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা সখীদের সাস্তুনা প্রদান করেছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ বার্তা প্রেরণ করেছিলেন। কিছু বার্তায় গোপীদের চিন্ময় জ্ঞান নির্দেশ করেছিলেন, অন্যান্য বার্তা ছিল তাদের মন পাওয়ার জন্য এবং তবুও অবশিষ্ট বার্তা শ্রীভগবানের শক্তিকে প্রকাশিত করেছিলেন। এর প্রদত্ত অর্থ ছাড়াও, হৃদয়ং গমৈঃ শব্দটি আরও বোঝায় যে, এইসমস্ত বার্তা ছিল গোপনীয়।

## শ্লোক ১৭

দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবাৎসীন্মধুং মাধবমেব চ ।

রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্ ॥ ১৭ ॥

দ্বৌ—দুই; মাসৌ—মাস; তত্র—সেখানে (গোকুলে); চ—এবং; অবাৎসীৎ—বাস করলেন; মধুম্—মধু (বসন্ত সমাগমের সময়, বৈদিক পঞ্জিকার প্রথম মাস); মাধবম্—মাধব (দ্বিতীয় মাস); এব—বস্তুত; চ—ও; রামঃ—বলরাম; ক্ষপাসু—রাত্রিকালে; ভগবান্—শ্রীভগবান; গোপীনাম্—গোপীদের সঙ্গে; রতিম্—দাম্পত্য সুখ; আবহন্—আনয়ন করে।

## অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবলরাম সেখানে মধু ও মাধব এই দুই মাস বিশ্রাম গ্রহণ করলেন এবং রাত্রিকালে তিনি তাঁর গোপসখীগণকে প্রণয় সুখ প্রদান করলেন।

## তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করছেন যে, গোপীগণ, যাঁরা শ্রীবলরামের গোকুল দর্শনের সময় তাঁর সঙ্গে প্রণয় বিষয় উপভোগ করেছিলেন, তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের রাস নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেননি, কারণ তাঁরা তখন খুব ছোট ছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামী ভাগবত (১০/১৫/৮) থেকে একটি বাক্যের উদ্ধৃতি প্রদান করে এই উক্তির যথার্থতা প্রমাণ করেছেন,—গোপ্যোহন্তরেণ ভুজয়োঃ—এই কথাটি বোঝাচ্ছে যে, সেখানে নির্দিষ্ট কিছু গোপী ছিলেন যারা শ্রীবলরামের সখী রূপে আচরণ করতেন। অধিকন্তু, জীব গোস্বামী উল্লেখ করছেন যে, শঙ্খচূড়কে হত্যার সময় যখন হোলি উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছিল, তখন বলরাম যে সকল গোপীদের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন, তারা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ যাঁদের সঙ্গে উপভোগ করেছিলেন তাঁদের থেকে ভিন্ন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই ব্যাখ্যার সঙ্গে সহমত পোষণ করেন।

## শ্লোক ১৮

পূর্ণচন্দ্রকলামৃষ্টে কৌমুদীগন্ধবায়ুনা ।

যমুনোপবনে রেমে সেবিতো স্ত্রীগণৈর্বৃতঃ ॥ ১৮ ॥

পূর্ণ—পূর্ণ; চন্দ্র—চন্দ্রের; কলা—কিরণ দ্বারা; মৃষ্টে—স্নাত; কৌমুদী—জ্যোৎস্নায় প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের মতো; গন্ধ—গন্ধ (বহনকারী); বায়ুনা—বায়ু দ্বারা; যমুনা—যমুনা নদীর; উপবনে—একটি উদ্যানে; রেমে—তিনি উপভোগ করলেন; সেবিতো—সেবিত; স্ত্রী—স্ত্রীগণ; গণৈঃ—বহু দ্বারা; বৃতঃ—পরিবৃত হয়ে।

## অনুবাদ

বহু রমণীর সঙ্গে যমুনা নদীর তীরে একটি উদ্যানে শ্রীবলরাম আনন্দ উপভোগ করলেন। সেই উদ্যান পূর্ণ চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় স্নাত ছিল ও বায়ুবাহিত রাত্রে প্রস্ফুটিত পদ্মের সৌরভের সোহাগ স্পর্শিত ছিল।

## তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, শ্রীরামঘাট নামে পরিচিত এক স্থানে, যমুনার তীরবর্তী এক উপবনে শ্রীবলরামের প্রণয় লীলা সংঘটিত হয়েছিল।

## শ্লোক ১৯

বরুণপ্রেমিতা দেবী বারুণী বৃক্ষকোটরাৎ ।

পতন্তী তদ্বনং সর্বং স্বগন্ধেনাধ্যবাসয়ৎ ॥ ১৯ ॥

বরুণ—সাগরের দেবতা, বরুণ দ্বারা; প্রেষিতা—প্রেরিত; দেবী—দিব্য; বারুণী—  
বারুণী পানীয়; বৃক্ষ—একটি বৃক্ষের; কোটরাৎ—কোটর হতে; পতন্তি—প্রবাহিত;  
তৎ—সেই; বনম্—বন; সর্বম্—সমগ্র; স্ব—তার নিজ; গন্ধেন—গন্ধে;  
অধ্যবাসয়ৎ—আরও সুবাসিত করে তুললো।

অনুবাদ

বরুণদেবের পাঠানো, দিব্য বারুণী পানীয় একটি বৃক্ষ কোটর হতে প্রবাহিত হয়ে  
তার মধুর গন্ধে সমগ্র বন আরও সুবাসিত করেছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বর্ণনা করছেন যে, বারুণী পানীয়টি মধু থেকে শোধন করা।  
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর যোগ করছেন যে, বরুণের ভগিনী, বারুণী দেবী  
সেই বিশেষ দিব্য পানীয়টির অধিশ্বরী বিগ্রহ। হরি-বংশ থেকে আচার্য এই উক্তিটিও  
উদ্ধৃত করেছেন—সমীপং প্রেষিতা পিত্রা বরুণেন তবানঘ—“আমার পিতা, বরুণ,  
আমাকে আপনার কাছে প্রেরণ করেছেন, হে নিষ্পাপ।”

শ্লোক ২০

তৎ গন্ধং মধুধারায়া বায়ুনোপহৃতং বলঃ ।

আত্মায়োপগতস্তত্র ললনাভিঃ সমং পপৌ ॥ ২০ ॥

তম্—সেই; গন্ধম্—সৌরভ; মধু—মধুর; ধারায়াঃ—ধারা; বায়ুনা—বায়ু দ্বারা;  
উপহৃতম্—কাছে আনীত; বলঃ—শ্রীবলরাম; আত্মায়—ঘ্রাণ গ্রহণ করে; উপগতঃ  
—উপস্থিত হয়ে; তত্র—যেখানে; ললনাভিঃ—যুবতীদের সঙ্গে; সমম্—একত্রে;  
পপৌ—পান করলেন।

অনুবাদ

বায়ু সেই মিষ্ট পানীয় ধারার সৌরভ বলরামের কাছে বয়ে আনল এবং তিনি  
তার ঘ্রাণ গ্রহণ করে সেই বৃক্ষের কাছে গেলেন। সেখানে তিনি ও তাঁর স্ত্রী  
সঙ্গীগণ তা পান করলেন।

শ্লোক ২১

উপগীয়মানো গন্ধর্বৈবনিতাশোভিমণ্ডলে ।

রেমে করেণুয্থেশো মাহেন্দ্র ইব বারণঃ ॥ ২১ ॥

উপগীয়মানঃ—গানে স্তুত হয়ে; গন্ধর্বৈঃ—গন্ধর্বগণ দ্বারা; বনিতা—যুবতীগণ দ্বারা;  
শোভি—শোভিত; মণ্ডলে—মণ্ডলে; রেমে—তিনি উপভোগ করলেন; করেণু—

হস্তিনীর; যুথ—যুথের; ঈশ্বঃ—অধিপতি; মহা-ইন্দ্রঃ—ইন্দ্রের; ইব—মতো; বারণঃ—হস্তী (ঐরাবত নামক)।

অনুবাদ

গন্ধর্বরা যখন শ্রীবলরামের মহিমা গান করছিলেন, তখন তিনি যুবতী রমণীদের উজ্জ্বল পরিমণ্ডলের মধ্যে আনন্দ উপভোগ করছিলেন। তাঁকে হস্তিনী সঙ্গ মধ্যে উপভোগরত ইন্দ্রের হস্তী, রাজকীয় ঐরাবতের মতো মনে হচ্ছিল।

শ্লোক ২২

নেদুর্দুন্ডুভয়ো ব্যোম্নি ববৃষুঃ কুসুমৈর্মুদা ।

গন্ধর্বা মুনয়ো রামং তদ্বীথৈরীড়িরে তদা ॥ ২২ ॥

নেদুঃ—ধ্বনিত হল; দুন্ডুভয়ঃ—দুন্ডুভি; ব্যোম্নি—আকাশে; ববৃষুঃ—বর্ষিত হল; কুসুমৈঃ—পুষ্পসহ; মুদা—আনন্দে; গন্ধর্বাঃ—গন্ধর্বগণ; মুনয়ঃ—মহা ঋষিগণ; রামম্—শ্রীবলরাম; তৎ-বীথৈঃ—তাঁর বীরত্বপূর্ণ কর্মসমূহ; ঈড়িরে—স্তুতি করলেন; তদা—তখন।

অনুবাদ

সেই সময় আকাশে দুন্ডুভি ধ্বনিত হচ্ছিল, গন্ধর্বগণ আনন্দে পুষ্পবর্ষণ করছিলেন এবং মহান ঋষিগণ শ্রীবলরামের বীরত্বসূচক কর্মের স্তুতি করছিলেন।

শ্লোক ২৩

উপগীয়মানচরিতো বনিতাভির্হলায়ুধঃ ।

বনেষু ব্যচরৎ ক্ষীবো মদবিহ্বললোচনঃ ॥ ২৩ ॥

উপগীয়মান—গীত হয়ে; চরিতঃ—তাঁর লীলাসমূহ; বনিতাভিঃ—রমণীরা; হলায়ুধঃ—শ্রীবলরাম; বনেষু—বনের মধ্যে; ব্যচরৎ—বিচরণ করলেন; ক্ষীবো—মত্ত হয়ে; মদ—মদ দ্বারা; বিহ্বল—বিহ্বল; লোচনঃ—তাঁর দুই নয়নে।

অনুবাদ

তাঁর আচরণ যখন গীত হচ্ছিল, তখন শ্রীহলায়ুধ তাঁর সখীদের সঙ্গে বিভিন্ন বনের মধ্যে মত্ত হয়ে বিচরণ করছিলেন। পানীয়ের প্রভাবে তাঁর দু'চোখ বিষ্মৃতি হচ্ছিল।

শ্লোক ২৪-২৫

অশ্বেককুণ্ডলো মন্তো বৈজয়ন্ত্যা চ মালয়া ।

বিভ্রৎ স্মিতমুখান্তোজং শ্বেদপ্রালেয়ভূষিতম্ ॥ ২৪ ॥

স আজুহাব যমুনাং জলক্ৰীড়াৰ্থমীশ্বরঃ ।

নিজবাক্যমনাদৃত্য মত্ত ইত্যাপগাং বলঃ ।

অনাগতাং হলাগ্রেণ কুপিতো বিচক্ৰ্য হ ॥ ২৫ ॥

ঐক-বী—মালায়; এক—একটি; কুণ্ডলঃ—কুণ্ডল; মত্তঃ—আনন্দে মত্ত হয়ে; বৈজয়ন্তা—বৈজয়ন্তী নামক; চ—এবং; মালয়া—মাল্য দ্বারা; বিব্রৎ—ধারণ করে; স্মিত—হাস্য; মুখ—তাঁর মুখ; অশ্বোজম্—পদ্মসদৃশ; শ্বেদ—শ্বেদবিন্দুর; প্রালেয়—হিমকণা দ্বারা; ভূষিতম্—বিভূষিত হয়ে; সঃ—তিনি; আজুহাব—আহ্বান করলেন; যমুনাম্—যমুনা নদীকে; জল—জলে; ক্রীড়া—ক্রীড়া করার; অর্থম্—জন্য; ইশ্বরঃ—ভগবান; নিজম্—তাঁর; বাক্যম্—বাক্য; অনাদৃত্য—অনাদর করে; মত্তঃ—মত্ত; ইতি—এইভাবে (মনে করে); আপ-গাম্—নদী; বলঃ—শ্রীবলরাম; অনাগতাম্—উপস্থিত না হওয়ায়; হল—তাঁর হল অস্ত্রের; অগ্রেণ—অগ্রভাগ দ্বারা; কুপিতঃ—ক্রুদ্ধ; বিচক্ৰ্য হ—তিনি আকর্ষণ করলেন।

অনুবাদ

আনন্দে প্রমত্ত হয়ে, শ্রীবলরাম বিখ্যাত বৈজয়ন্তী সহ ফুলের মালা নিয়ে খেলা করলেন। তিনি একটি মাত্র কুণ্ডল পরিধান করেছিলেন এবং শ্বেদবিন্দু তাঁর পদ্মসদৃশ হাস্যময় মুখে হিমকণার ন্যায় শোভিত করেছিল। শ্রীভগবান এখন যমুনাকে আহ্বান করলেন যাতে তিনি তার জলে খেলা করতে পারেন, তাঁকে মত্ত মনে করে, যমুনা তাঁর আদেশ অগ্রাহ্য করলেন। তা বলরামকে ক্রুদ্ধ করে তুলল এবং তিনি তাঁর লাঙলের ফলা দিয়ে নদীকে আকর্ষণ করতে শুরু করলেন।

শ্লোক ২৬

পাপে ত্বং মামবজ্জায় যন্নায়াসি ময়াল্লতা ।

নেষ্যে ত্বাং লাস্কলাগ্রেণ শতধা কামচারিণীম্ ॥ ২৬ ॥

পাপে—হে পাপী; ত্বম্—তুমি; মাম্—আমাকে; অবজ্জায়—অবজ্ঞা করেছ; যৎ—যেহেতু; ন আয়াসি—তুমি আগমন করনি; ময়া—আমার দ্বারা; আল্লতা—আহত হয়ে; নেষ্যে—আমি আনব; ত্বাম্—তোমাকে; লাস্কল—আমার লাঙ্গলের; অগ্রেণ—ফলা দ্বারা; শতধা—শত ভাগে; কাম্—স্বৈচ্ছা দ্বারা; চারিণীম্—চালিত।

অনুবাদ

[ শ্রীবলরাম বললেন—] হে পাপী, আমাকে অবজ্ঞাকারী, আমি যখন তোমাকে আহ্বান করেছিলাম, তুমি আগমন করনি বরং তোমার নিজ ইচ্ছায় তুমি চলেছ। তাই আমার লাঙলের ফলা দ্বারা তোমাকে শতধা বিভক্ত করে এখানে নিয়ে আসব।

## শ্লোক ২৭

এবং নির্ভৎসিতা ভীতা যমুনা যদুনন্দনম্ ।

উবাচ চকিতা বাচং পতিতা পাদয়োৰ্নৃপ ॥ ২৭ ॥

এবম্—এইভাবে; নির্ভৎসিতা—ভৎসিতা; ভীতা—ভীতা; যমুনা—যমুনা নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী; যদু-নন্দনম্—যদুর প্রিয়তম বংশধর, শ্রীবলরাম; উবাচ—বললেন; চকিতা—কম্পিত; বাচম্—বাক্যে; পতিতা—পতিত; পাদয়োঃ—তাঁর চরণে; নৃপ—হে রাজন্ (পরীক্ষিৎ)।

## অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—] হে রাজন, এইভাবে শ্রীভগবানের কাছে ভৎসিত হয়ে ভীত নদী-দেবী যমুনা এসেছিলেন এবং যদু-নন্দন শ্রীবলরামের চরণে প্রণত হলেন। কম্পিতভাবে তিনি তাঁকে এই কথাগুলি বললেন।

## তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মত অনুসারে, দেবী, যিনি শ্রীবলরামের কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনি দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের রাণীদের অন্যতম শ্রীমতী কালিন্দীর অংশ-প্রকাশ। শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁকে কালিন্দীর একটি 'ছায়া'-রূপে অভিহিত করেছেন এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর প্রতিপন্ন করেছেন যে, তিনি কালিন্দীর অংশ-প্রকাশ, স্বয়ং কালিন্দী নন। শ্রীল জীব গোস্বামীও শ্রীহরি-বংশের—বক্তব্য প্রত্যাচার্ণব-বধূম্-থেকে প্রমাণ প্রদান করেছেন যে, দেবী যমুনা সাগরের পত্নী। সুতরাং হরি-বংশেও তাঁকে সাগরাক্ষনা রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

## শ্লোক ২৮

রাম রাম মহাবাহো ন জানে তব বিক্রমম্ ।

যস্যৈকাংশেন বিধ্বতা জগতী জগতঃ পতে ॥ ২৮ ॥

রাম রাম—হে রাম, রাম; মহা-বাহো—হে মহাভূজ; ন জানে—আমি অবগত নই; তব—আপনার; বিক্রমম্—প্রভাব; যস্য—যাঁর; এক—এক; অংশেন—অংশের দ্বারা; বিধ্বতা—ধাবিত হয়েছে; জগতী—পৃথিবী; জগতঃ—জগতের; পতে—হে পতি।

## অনুবাদ

[দেবী যমুনা বললেন—] হে মহাভূজ রাম, রাম! আমি আপনার প্রভাবের কিছুই অবগত নই। আপনার এক অংশের দ্বারা, হে জগন্নাথ, আপনি পৃথিবীকে ধারণ করেন।

তাৎপর্য

একাংশেন (এক অংশ দ্বারা) কথাটি 'শেষ' রূপে শ্রীভগবানের অংশ প্রকাশকে উল্লেখ করছেন। আচার্য্যবর্গ তা প্রতিপন্ন করেছেন।

শ্লোক ২৯

পরং ভাবং ভগবতো ভগবন্ মামজানতীম্ ।

মোক্তুমহঁসি বিশ্বাত্মন্ প্রপন্নাং ভক্তবৎসল ॥ ২৯ ॥

পরম্—পরম; ভাবম্—ভাব; ভগবতঃ—শ্রীভগবানের; ভগবন্—হে ভগবান; মাম্—আমাকে; অজানতীম্—অবগত না হয়ে; মোক্তুম্ অহঁসি—দয়া করে মুক্ত করুন; বিশ্ব—বিশ্বের; আত্মন্—হে আত্মা; প্রপন্নাম্—শরণাগত; ভক্ত—আপনার ভক্তবৃন্দের প্রতি; বৎসল—হে করুণাপ্রবণ।

অনুবাদ

হে প্রভু, দয়া করে আমায় মুক্ত করুন। হে বিশ্বাত্মা, ভগবান রূপে আপনার অবস্থান আমি বুঝতে পারিনি, কিন্তু এখন আমি আপনার কাছে শরণাগত হয়েছি এবং আপনি সর্বদা আপনার ভক্তবৃন্দের প্রতি দয়ালু।

শ্লোক ৩০

ততো ব্যমুঞ্চদ্যমুনাং যাচিতো ভগবান্ বলঃ ।

বিজগাহ জলং স্ত্রীভিঃ করেণুভিরিবেভরাট্ ॥ ৩০ ॥

ততঃ—তখন; ব্যমুঞ্চৎ—মুক্ত করলেন; যমুনাং—যমুনা; যাচিতঃ—প্রার্থিত; ভগবান্—শ্রীভগবান; বলঃ—বলরাম; বিজগাহ—তিনি স্বয়ং অবগাহন করলেন; জলম্—জলে; স্ত্রীভিঃ—রমণীদের নিয়ে; করেণুভিঃ—তঁার হস্তিনীদের সঙ্গে; ইব—মতো; ইভ—হস্তীর; রাট্—রাজা।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন—] অতঃপর শ্রীবলরাম যমুনাকে মুক্ত করলেন এবং হস্তিনীদের সঙ্গে হস্তীরাজের মতো তাঁর সখীদের নিয়ে তিনি নদীর জলে নামলেন।

শ্লোক ৩১

কামং বিহত্য সলিলাদুত্তীর্ণয়াসিতাম্বরে ।

ভূষণানি মহার্হাণি দদৌ কান্তিঃ শুভাং সজম্ ॥ ৩১ ॥

কামম্—তঁার অভিলাষ মতো; বিহত্যা—ক্রীড়া করে; সলিলাৎ—জল হতে; উত্তীর্ণা—উত্তীর্ণ তঁাকে; অসিত—নীল; অম্বরে—এক জোড়া বস্ত্র (উচ্চ ও নিম্ন); ভূষণানি—ভূষণরাশি; মহা—মহা; অর্হাণি—মূল্যবান; দদৌ—প্রদান করলেন; কান্তিঃ—কান্তি দেবী; শুভাম্—মনোরম; স্রজম্—কণ্ঠহার।

#### অনুবাদ

শ্রীভগবান তঁার পূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে জলে ক্রীড়া করলেন এবং যখন তিনি উঠে এলেন, তখন দেবী কান্তি তঁাকে নীলবস্ত্র, মূল্যবান অলঙ্কার ও একটি উজ্জ্বল কণ্ঠহার উপহার প্রদান করলেন।

#### তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী বিষ্ণু পুরাণ থেকে উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে, এখানে উল্লেখিত কান্তি দেবী প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্মীদেবী—

বরুণ-প্রহিতা চাস্মৈ মালাম্ অল্লান-পঙ্কজাম্ ।

সমুদ্রাভে তথা বস্ত্রে নীলে লক্ষ্মীরযচ্ছত ॥

“বরুণের প্রেরিত লক্ষ্মীদেবী তখন অমলীন পদ্মের একটি মালা ও সাগরের মতো নীল একজোড়া বস্ত্র তঁাকে নিবেদন করলেন।”

মহান ভাগবত ভাষ্যকার শ্রীল শ্রীধর স্বামীও হরি-বংশ থেকে; শ্রীবলরামের প্রতি লক্ষ্মীদেবী কথিত এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন—

জাতরূপময়ং চৈকং কুণ্ডলং বজ্র-ভূষণম্ ।

আদি-পদ্মং চ পদ্মাখ্যং দিব্যং শ্রবণভূষণম্ ।

দেবেমাং প্রতিগৃহীষু পৌরাণীং ভূষণ-ক্রিয়াম্ ॥

“হে ভগবান, আপনার কর্ণের দিব্য ভূষণরূপে এই একটি হীরক খচিত কুণ্ডল এবং এই ‘পদ্ম’ নামক আদি পদ্ম ফুলটি গ্রহণ করুন। দয়া করে এগুলি গ্রহণ করুন কারণ এইভাবে বিভূষিত হওয়া প্রথাসম্মত।”

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও উল্লেখ করেছেন যে, লক্ষ্মীদেবী শ্রীভগবানের অংশপ্রকাশ সঙ্কর্ষণের সঙ্গী যিনি দ্বিতীয় ব্যূহ।

#### শ্লোক ৩২

বসিত্বা বাসসী নীলে মালামামুচ্য কাঞ্চনীম্ ।

রেজে স্বলঙ্কৃতো লিপ্তো মাহেন্দ্র ইব বারণঃ ॥ ৩২ ॥

বসিত্বা—স্বয়ং পরিধান করে; বাসসী—সেই দুটি বস্ত্র; নীলে—নীল; মালাম্—কণ্ঠহার; আমুচ্য—ধারণ করে; কাঞ্চনীম্—স্বর্ণ; রেজে—তিনি উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হলেন; সু—সুন্দর; অলঙ্কৃতঃ—অলঙ্কৃত; লিপ্তঃ—লিপ্ত হয়ে; মাহা-ইন্দ্রঃ—স্বর্গের রাজা মহেন্দ্রের মতো; ইব—মতো; বারণঃ—হস্তী।

#### অনুবাদ

শ্রীবলরাম স্বয়ং নীল বস্ত্র পরিধান করলেন এবং সোনার কণ্ঠহার ধারণ করলেন। সুগন্ধিলিপ্ত হয়ে সুন্দরভাবে শোভিত তিনি ইন্দ্রের রাজকীয় হস্তীর মতো উজ্জ্বল রূপে প্রকাশিত হলেন।

#### তাৎপর্য

চন্দন লেপন এবং অন্যান্য শুদ্ধ, সুগন্ধি দ্রব্যে লিপ্ত শ্রীবলরামকে ইন্দ্রের মহা হস্তী ঐরাবতের মতো মনে হচ্ছিল।

#### শ্লোক ৩৩

অদ্যাপি দৃশ্যতে রাজন্ যমুনাকৃষ্টবর্জনা ।

বলস্যানন্তবীর্যস্য বীর্যং সূচয়তীব হি ॥ ৩৩ ॥

অদ্য—আজ; অপি—ও; দৃশ্যতে—দর্শিত হয়; রাজন্—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); যমুনা—যমুনা নদী; আকৃষ্ট—আকৃষ্ট হয়ে; বর্জনা—প্রবাহিতা; বলস্য—শ্রীবলরামের; অনন্ত—অনন্ত; বীর্যস্য—শক্তি; বীর্যম্—পরাক্রম; সূচয়তী—নির্দেশ করছে; ইব—যেন; হি—বস্তুত।

#### অনুবাদ

আজও, হে রাজন, কেউ লক্ষ্য করতে পারেন কিভাবে শ্রীভগবানের অনন্ত শক্তির দ্বারা আকর্ষিত হয়ে সৃষ্ট যমুনা নদী বহু শাখার মাধ্যমে প্রবাহিতা হচ্ছেন।

#### শ্লোক ৩৪

এবং সর্বা নিশা যাতা একেব রমতো ব্রজে ।

রামস্যাঙ্কিপ্তচিত্তস্য মাধুর্যৈর্ব্রজযোষিতাম্ ॥ ৩৪ ॥

এবম্—এইভাবে; সর্বাঃ—সকল; নিশাঃ—রাত্রি; যাতাঃ—অতিবাহিত; একা—এক; ইব—যেন; রমতঃ—উপভোগরত; ব্রজে—ব্রজে; রামস্য—শ্রীবলরামের; আঙ্কিপ্ত—মুগ্ধ; চিত্তস্য—চিত্ত; মাধুর্যৈঃ—মাধুর্যের দ্বারা; ব্রজ-যোষিতাম্—ব্রজের রমণীদের।

## অনুবাদ

এইভাবে ব্রজের যুবতী রমণীদের মাধুর্যে মুগ্ধচিত্ত শ্রীবলরাম যখন ব্রজে আনন্দ উপভোগ করছিলেন তখন সমস্ত রাত্রিগুলি যেন একটি রাত্রির মতো অতিবাহিত হয়ে গেল।

## তাৎপর্য

ভগবান শ্রীবলরাম ব্রজের সুন্দরী যুবতীদের সঙ্গে মধুর লীলায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাই, প্রতিটি রাত্রিই ছিল সম্পূর্ণরূপে এক নতুন অভিজ্ঞতা এবং সমস্ত রাত্রিগুলি যেন একটি রাত্রির মতো অতিবাহিত হয়েছিল।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীবলরামের বৃন্দাবন পরিদর্শন' নামক পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবৈদ্যস্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।